স্মৃতির পাতায়

মর্তুজা আহম্মেদ

পার্ট – ১ (পরিচিতি)

সালটি ছিল ২০১৯। গ্রীষ্মের সময়। প্রচুর গরমের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়াও যেন এক বিরক্তিকর অবস্থা হয়েছিল। আকাশে যেন মেঘের দেখা নেই। শহরে কাঠ ফাটা রোদ। রোদের কারণে বাহিরে খুব কমই বের হওয়া হয়। যার কারণে বাসা থেকে বেশি বের হই না। আমার সম্পর্কে বলতে গেলে আমি খুবই লাজুক প্রকৃতির। একা থাকতে পছন্দ করি বেশি। যাকে সোজা কথায় বলতে গেলে ইন্ট্রোভার্ট বলে। দিন ভালোই যাচ্ছিল। মানে জীবন ছিল লুপের মতো। যারা একটু আকটু প্রোগ্রামিং করে থাকবেন তাদের ভাষায় লুপ কথাটির অর্থ হলো একই জিনিস বার বার করা।

একদিন দুপুরে খোলা জানালায় তাকিয়ে আমি পাহাড় দেখছিলাম। পাহাড় দেখতে আমার খুবই ভালো লাগে। বাসা ছিল পাহাড়ের ধারে। বিশাল পাহাড় দেখতে দেখতে ভাবছিলাম সৃষ্টিকর্তা কি অপরূপ সৌন্দর্যে এ প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছেন। আহা! আমার হৃদয় যদি এ বিশাল পাহাড়ের মতো হতো। যদি না থাকতো কোনো অপরাধবোধ। কতই না ভালো হতো। আবার পাহাড়ের উপর বিশাল গাছপালা দেখে মনে হতো আমি যদি এই প্রকৃতির সাথে মিশে যেতে পারতাম।

ঠিক এ সময় আমার ফোনে একটি অপরিচিত নম্বর থেকে কল আসলো। ফোনের ঠিক অপর প্রান্তে কোন এক পুরুষ কণ্ঠে বলে উঠলো ভাতিজা তোমার সাথে আমার একটু কথা আছে। আরে মহা মুশকিল বলা নেই কওয়া নেই ফোন দিয়েই বলে কথা আছে। আমি বললাম কে আপনি ? তিনি বললেন আমি তোমার গ্রামের পাশের বাড়ির কাকু বলছিলাম। তোমার সাথে একটি কথা আছে। তার পরিচয় পেয়ে আমি বললাম ও আঙ্কেল আসসালামু আলাইকুম। তিনি বললেন ওয়ালাইকুম আসসালাম। তিনি বললেন তুমি কি ব্যস্ত আছো ? তার উত্তরে আমি বললাম না তেমন কোনো ব্যস্ততা নেই। বলা শেষ না হওয়া মাত্র আমার মামা বলে উঠলেন আরে তোমার ওই কাক্কু আছে না তার মেয়ে এবার এখানে এডমিশনের জন্য আসতে চাচ্ছে। বলে নেই পড়াশুনার জন্য আমাকে তখন মামার বাসাতেই থাকতে হতো। যাক সেই গল্প না হয়ে পরে বলা হবে।

আমি বললাম ও আচ্ছা। আসতে বলেন। আমি ভেবেছিলাম দুই একদিন পর মনে হয় আসবে। কারণ ভার্সিটিতে তখনও বিজ্ঞান ইউনিটের এডমিশন শুরু হয়নি। আমি আগেই জানতাম যে তার মেয়ে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ছিল। কিন্তু অবাক হলাম যে কিছুক্ষণ পরই আরেকটি কল এলো। সেই কণ্ঠ আর অপরিচিত বলে মনে হলো না। কণ্ঠটি বলে উঠলো আমরা তোমাদের ঠিকানাতে পৌঁছে গেছি। আমার আর বুঝতে সমস্যা হলো না যে তিনি কে এবং কী বলছেন। আমি আলনাতে রাখা ধুসর রং এর গেঞ্জিটি খুব তাড়াতাড়ি পরে নিলাম। খুব তাড়াতাড়ি করে পাঁচতলা ভবন হতে দৌড়ে নিচে নেমে গেলাম। বলে রাখি যে, বাসা থেকে সিএনজি স্ট্যান্ডের দূরত্ব প্রায় ১.২ কিলোমিটার হবে। তো আমি হাঁটা ধরলাম।

বাসা রেললাইনের পাশে হওয়াতে সে রেললাইন ধরেই চলা শুরু করলাম। এক সময় স্ট্যান্ডে পৌঁছে কল দিলাম তাকে। কল রিসিভ হলো না। আমি আবার চেষ্টা করলাম কল করার। দেখলাম একটি হাত ভিড়ের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। বোঝার আর অপেক্ষা রইল না বুঝতে পারলাম আঙ্কেল আমাকে তার দিকে ইশারা করে ডাকছেন। সম্ভবত তিনি ফলের দোকানে ফল কেনার চিন্তাভাবনা করছিলেন। প্রথম আসছেন বাসাতে তাই হয়তো ফরমালিটি রক্ষার খাতিরে কেনাকাটা করছেন। আমি ভেবেছিলাম তিনি ও তার পরীক্ষার্থী মেয়ে আসবেন হয়তো। কিন্তু দেখলাম তাদের সাথে একটি ছোট পিচ্চি মেয়েও আছে। সে আমাকে উকি দিয়ে দেখছে। আমি আঙ্কেল কে বললাম আঙ্কেল কেমন আছেন? তিনি বললেন আমি ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? আমি বললাম আল্লাহ যা রাখছেন। বললাম আঙ্কেল আসতে কোনো সমস্যা হয়নি তো ? তিনি বললেন না আমরা সরাসরি ট্রেন থেকে নেমে সিএনজি করে এখানে আসলাম। আমি বললাম চলেন একটু সামনেই বাসা। একটু কষ্ট করে হাঁটতে হবে বেশি দূর নয়। তিনি যেতে যেতে আমাকে কীসব প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি তার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার পরীক্ষা কবে ? প্রস্তুতি কেমন ? এসব প্রশ্ন আর কি। চলতে চলতে ছোট মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার নাম কী ? সে তার নাম বললো না। অচেনা মানুষ বলেই বলে হয়তো। আঙ্কেলের বড় মেয়ে কে চিনলেও তার ছোট মেয়ে কে চিনতাম না আমি। কারণ আমি তাকে কোনোদিন আগে দেখিনি। তবে চলতে চলতে তার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল সে অনেক মিশুক স্বভাবের। তার মধ্যের সরলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। গল্প করতে করতে বাসার সামনে এসে গেলাম। বাসার নিচ তলায় সিঁড়িতে এসে আমি বললাম আঙ্কেল আপনাদের ব্যাগটি আমাকে দিন আমি ব্যাগটি নিয়ে উপরে উঠাতে সাহায্য করি। এটি বলে আমি তাদের ব্যাগটি নিয়ে উপরে উঠালাম। উপরে পৌঁছেই কলিংবেলের ঘণ্টাটি চেপে দিলাম। দরজার ওপার থেকে আমার ছোট মামাতো বোন বলে উঠল কে ? আমি বললাম খুলো দরজা। এটি শুনে সে দরজা খুলে দিল। আমার মামাতো বোনের সম্পর্কে বেশি কিছু বলার নাই। সে অষ্টম শ্রেণির জেএসসি পরীক্ষার্থী তাই তার অন্য কোন কাজে সময় নেই পড়াশুনা ছাড়া। তবে সে পড়াশুনায় অত মনোযোগী না শুধু একটি এক্সকিউজ পেলেই হলো , পড়া থেকে উঠে যাবে। ঠিক এ সুযোগে সে পড়া থেকে উঠতে পেরেছে। সবাই ক্লান্ত দেহে বাসায় প্রবেশ করলাম। আমি তো বাসাতে ঢুকেই সোজা চলে গেলাম ওয়াশরুমে কারণ আমার একটি সমস্যা আছে যে, আমি বেশি গরম সহ্য করতে পারিনা। তাই ঘর্মাক্তদেহে চলে গেলাম গোসলে। অন্যদিকে মামি বাসায় নতুন অতিথিদের পেয়ে চরম খুশি। মামির সম্পর্কে বললে তিনি একজন মজাদার মানুষ। তিনি সবার সাথে মিশতে পছন্দ করেন এবং বাসাতে অতিথি পেলে তো কথাই নেই। সবার সাথে তার ভাব জমে। আমি গোসল সেরে বের হয়ে দেখি

মামি মেহমানদের নাস্তা পরিবেশন করছেন । সবাই নাস্তা গ্রহনে ব্যস্ত । নাস্তা করতে করতে সবাই সবার সাথে ভালোভাবে পরিচিত হয়ে নিলাম ।

পার্ট – ২ (ভাব জমানো)

নাস্তা ও দুপুরের খাবার শেষ করতে করতে অন্যদিকে সূর্য মামা আকাশে হেলে পড়লো । সবাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলাম । আমার এক জরুরী কাজের কথা মনে পড়াতে আমি বাহিরে চলে গেলাম । বিকালে আমার হাঁটার অভ্যাস রয়েছে তাই কাজ শেষ করার পর হাঁটতে বেরিয়ে পড়লাম । একটু পরে মামি আমাকে ফোন দিয়ে বললো আমি যেন বাসাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসি । আমি কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন সবাই একটু ঘুরতে বের হয়েছে তাই আমি যদি তাদের সাথে যোগদান করতে পারি তো ভালো হতো । আমি বললাম আমার আসতে একটু দেরি হতে পারে । তিনি বললেন তাড়াতাড়ি আসতে পারলে আসো । সবাই জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছি । আমিও তাড়াতাড়ি রওনা দিলাম বাসার উদ্দেশ্যে । এসে দেখি সবাই ঘুরে এসে বাসায় এই মাত্র উপস্থিত হয়েছে । আমি বললাম সবাই কোথায় যাওয়া হয়েছিল ? আমাকে কি বলা যাবে ? উত্তরে সেই পিচ্চি মেয়েটা বলে উঠলো আমরা সবাই আজকে বন-জঙ্গল দেখতে গিয়েছিলাম জানেন ভাইয়া । এটি দ্বারা সে ফরেস্ট বলতে চেয়েছে আমি বুঝতে পেরেছি । তার উত্তরে আমি বললাম হুম বুঝতে পেরেছি তোমার কথা । বুঝতে পারলাম সে নতুন পরিবেশে নিজেকে সহজেই মানিয়ে নিতে পারে । পরীক্ষার্থী মেয়েটি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত । সে মোবাইল ঘেটেই চলেছে । অন্যদিকে তাকাবার ফুরসত নেই । আঙ্কেল আমার সমন্ধে বিস্তারিত খবর নিল এবং তার এখানে আসা ও অবস্থানকাল সম্পর্কে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলো । বুঝতে পারলাম তারা এখানে কয়েকদিন আগে এসেছে কারণ তার আরেকটি উদ্দেশ্য আছে এখানে আসার সেটি হলো তার ছোট মেয়েকে বেড়াতে নিয়ে আসা । এটি শুনে আমি তার ছোট মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কোন ক্লাসে পড় ? সে বললো ভাইয়া আমি ক্লাস ফোর এ পড়ি । এটি বলেই সে আমাকে উল্টা আরেকটি প্রশ্ন করে বসলো যে ভাইয়া বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাহাড়ের নাম কী ? যেহেতু আমি সে মুহূর্তে মনে করতে পারছিলাম না সেহেতু সে বলে বসলো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাহাড় "তাজিংডং" না ভাইয়া ? নাকি "কেউকারাডাং" ? আমি বললাম হবে একটা আমার মনে নেই । সে বলল "তাজিংডং" । আমি বুঝতে পারলাম ওর সাধারণ জ্ঞান মনে হয় ভালো আছে । এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো । সূর্য মামা অস্ত গেলো । মামি নাস্তা নিয়ে হাজির হলো । আমি যে ঘরে থাকতাম সেটি মেহমানদের জন্য বরাদ্দ করার পর আমি আমার মামার ঘরে চলে গেলাম । আরেকটি কথা বলতে ভুলে গেছি যে আরোও একজন ছেলেও এডমিশনের জন্য সেদিন বাসাতে এসেছিল । সে ছিল আমাদের গ্রামের ঠিক পরের গ্রামের । তার ভাব দেখে মনে হলো সে শহরে বড় হয়েছে । আসলে গ্রামের অনেকেই পড়াশুনার জন্য ছোট থাকা অবস্থায় শহরে পারি জমায় । তাকে দেখে কিছুই বুঝা যাচ্ছিল না । সে তার আপন চিন্তায় বিশ্রাম করছিল । সন্ধ্যার সময় আমার চা খাবার অভ্যাসের কারণে মামাতো বোন কে বললাম চা তৈরি করার জন্য । সে গ্যাসের চুলায় চা বসিয়ে দিয়ে এলো । চা পান করার পর গল্পের আসরে সবাই হারিয়ে গেলাম । একেক জন একেক প্রসঙ্গে গল্প করতে শুরু করলো । আঙ্কেলের বড় মেয়ে আমার সাথে তার এডমিশন সম্পর্কে বলতে শুরু করলো । অন্যদিকে আঙ্কেল তার ব্যবসা নিয়ে মামার সাথে আলোচনায় মগ্ন হলো । আর মামি, মামাতো বোন ও সেই ছোট মেয়েটি আরেকটি ঘরে কি আলোচনা করে চলেছে বোঝা ভার । শুধু তাদের গলার আওয়াজ কানে আসতে লাগলো । এভাবে সবার সাথে সবার ভাব জমে গেলো ।

পার্ট – ৩ (পতেঙ্গা সী বিচ ভ্রমণ)

সবাই সবার সাথে আলোচনা করতে থাকলাম । আলোচনা করতে করতে সী বিচ ঘুরতে যাওয়ার প্রসঙ্গ চলে এলো । আঙ্কেল বলে উঠলো আমি গত মাসেই কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত দেখে এসেছি । কিন্তু আমার দুই মেয়ে সমুদ্র দেখতে চায় । এটি শুনে ছোট মেয়েটি বলে উঠলো " আমি সমুদ্র দেখব । আমি সমুদ্র দেখব " । আমি বললাম ঠিক আছে তাহলে আপনারা বাস স্ট্যান্ড থেকে তিনটি টিকিট কেটে কালকে সকাল ১১টা বা ১২ টার দিকে রওনা দিয়ে দিয়েন । এটি শুনে আঙ্কেল বলে উঠলেন ভাতিজা তোমাকে এবং চাচা ও চাচী কে কিন্তু সাথে যেতে হবে । এখানে চাচা ও চাচী হলো আমার সম্পর্কে নানা - নানী । তারাও মামার সাথেই থাকতো বাসাতে । আলোচনার পরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ঠিক হলো । তারপর আঙ্কেল আমাকে বললেন চলো ভাতিজা আমার বাহিরে থেকে একটু ঘুরে আসি বাসাতে থাকতে আর ভালো লাগছে না । আমি বললাম চলেন বাইরে যাওয়া যাক । এটি বলে তিনি ও আমি বাহিরে বেরিয়ে পরলাম । তখন সবে মাত্র রাতের শুরু । বাসা থেকে ১ কিলোমিটার দূরে একটি বাজার ছিল । সেখানে রাতে লোকজন বাজার করতে যেত । আঙ্কেল আমাকে সেদিকে যাওয়ার ই ইঙ্গিত দিলেন । আমি বললাম চলুন তাহলে যাওয়া যাক । তারপর দুজনে হাঁটা ধরলাম । হাঁটতে হাঁটতে তিনি আমাকে বারবার রাস্তা-ঘাট সম্পর্কে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন যে "রাস্তাঘাট কত সুন্দর, আমি যদি কাউন্সিলর বা কোনো নেতা হতাম তাহলে আমি আমার এলাকায় ঠিক এরকম ই রাস্তা করার ব্যবস্থা নিতাম" --- ইত্যাদি বলতে বলতে চললেন । আমি বললাম ঠিক আছে । তিনি আমাকে বললেন চলো বাজার করা যাক আজকে আমি বাসায় রান্নার দায়িত্ব নিবো । তারপর তিনি একটি মুরগী, শাকসবজি, মসলা ও অন্যান্য সব জিনিসপত্র কিনতে শুরু করলেন । কেনা শেষে আমরা বাসাতে ফিরে এলাম । আমি আমার মামাকে বললাম – "মামা আমি আর আঙ্কেল মিলে আজকে চিকেন পোলাও রান্না করবো" । মামা হেসে বললেন তুমি আবার রান্না করবে? হা হা হা বিশ্বাস হয় না । আসলে আমি রান্নার "র"ও জানিনা তা আমি নিজেও জানি । তাই কিছু উত্তরে বললাম না শুধু

মনে মনে লজ্জা পেলাম। যেই কথা সেই কাজ রান্না চুলায় বসিয়ে দেওয়া হলো এবং অবশেষে রান্না সম্পন্ন হলো। পোলাও এর সুগন্ধে চারিদিকে মো মো করতে লাগলো। একটু পর মামি সবাই কে খাবার পরিবেশন করলেন। খাবার শেষে সবাই যে যার কাজে মনোনিবেশ করতে লাগলো। এদিকে মামাতো বোন খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লো কারণ তার আগামীকাল পরীক্ষা আছে। এজন্য মামিও আমাদের সবার বিছানা ঠিক করে দিলেন। কিন্তু আমার মাথায় একটি চমৎকার আইডিয়া এলো। আমি সবাইকে বলে বসলাম সবাই মিলে লুডো খেললে কেমন হয়? মামি তো বলা মাত্রই রাজি। আমি, মামি, আঙ্কেলের বড় মেয়ে ও ছোট মেয়ে সবাই মিলে লুডো খেলতে শুরু করলাম। সেটি লুডো নাকি মুক্তিযুদ্ধ চলছে বুঝতে পারছি না। ছোট মেয়েটি তো হেরে যাওয়ার ভয়ে বলেই দিলো – "আমি আর খেলবো না " বলে সে ঘুমিয়ে পড়লো। তিন জন থাকাতে আর লুডো খেলা সম্ভব হলো না। তাই লুডো খেলা বাদ দিয়ে সবাই ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার রাত জেগে ইন্টারনেট ঘাটা ঘাটির অভ্যাস ছিল তাই আমি পরের দিন সকালে দেরিতে উঠেছিলাম। উঠে দেখি সবার সকালের নাস্তা শেষ আমার টা টেবিলে রাখা আছে। সেটিই খেয়ে দিন শুরু করলাম। এদিকে ছোট মেয়ে তার আপন মনে নিজেকে সাজিয়ে নিচ্ছে সমুদ্র দেখবে বলে। তার তো আনন্দ ধরছেই না বলছে "আব্বু আমরা কখন সমুদ্র দেখতে যাবো? চলেন না ।।।" আমি ওর কথা শুনে বিরক্ত হচ্ছিলাম আর বলছিলাম " এ কেমন মেয়ে এতো কথা বলে কেন?" । এটি শুনে সে বলে উঠলো ভাইয়া আমি এরকম ই। বলে সে টিভি টি চালিয়ে দিল। তার ও আমার মামাতো বোনের মধ্যে একটি ভাব জমে গেল। আমি ও আমার নীল রং এর শার্টটি পরে নিলাম যাবার জন্য। অন্যরাও প্রস্তুত হয়ে নিল। কথামতো সবাই বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে গেলাম। আঙ্কেল টিকিট কাটতে কাউন্টারে গেলেন। বললেন চারজন এবং দুইজন স্টুডেন্ট আছে। কাউন্টারে থাকা ব্যক্তি বললো সবার একই ভাড়া পরবে। আঙ্কেল বললেন - " স্টুডেন্টদের হাফ ভাড়া নিবেন না? " লোকটি বললো না সবার একই ভাড়া যেতে হলে যান না হলে না যান। একটু রেগে গিয়ে আঙ্কেল বলে বসলেন ঢাকাই ভালো স্টুডেন্টদের হাফ ভাড়া নেয়। ধুর এ শহরে তো খালি হর্ণ বাজায় শব্দ দূষণ করে। আমি বললাম চলেন তো বাসে উঠি। কিছুক্ষণ পর বাস চলে এলো। বড় মেয়ে একটু চাপা স্বভাবের হওয়াতে সে মহিলা সিটে আগে বসে গেল। আমি আর আঙ্কেল এক সিটে এবং নানা-নানী আরেক সিটে বসা ছিলো। আর ছোট মেয়েটি আরেক সিটে। এভাবে দেড় ঘন্টা পর আমরা সী বিচে পৌঁছে গেলাম। যদিও আমি আগে সমুদ্র দেখেছি তবে তার দু'মেয়েদের দেখে মনে হলো তারা এই প্রথম সমুদ্র দেখছে। চাঁদের কারণে জোয়ার – ভাঁটার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই সমুদ্রের পানিতে এখন বীচ পূর্ণ। ছোট মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে, ভাইয়া পানিতো অনেক উপরে আমি কীভাবে নামবো পানিতে ? আমি বললাম সন্ধ্যা হোক তাহলে ম্যাজিক দেখতে পাবা। যেহেতু সন্ধ্যা হতে অনেকক্ষণ বাকি তাই কোথায় যাব এখন আমরা বুঝছিলাম না। আঙ্কেলের অনেক আত্মীয় থাকার সুবাদে একটি আত্মীয়ের বাড়িতে যাবার আমাদের সৌভাগ্য হলো। সেখানে যথারীতি আমাদের অনেক যত্নের সাথে মেহমানদারী করা হলো। দুপুরের খাবার শেষ করে আমরা বীচের উদ্দেশ্যে হেঁটে রওনা দিলাম। সাথে যুক্ত হলো আরো দু'টি ছোট মিষ্টি মেয়ে। তাদের কাছেও আমি যথারীতি "ভাইয়া" বলে পরিচিত হলাম। যাই হোক আমরা বীচের রাস্তা ধরে হাঁটটে থাকলাম। বীচ মনে হচ্ছিল এইতো কাছেই কিন্তু ছিলো অনেক দূর । সেই দিন হাঁটতে হাঁটতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। ঠিক সন্ধ্যার সময় আমরা বীচে পৌঁছালাম। সেখানে পৌঁছানোর পর মেয়েদের আনন্দ দেখে কে ! তারা কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। ছোট মেয়ে দু'টিও আমাদের বিদায় দিয়ে চলে গেলো ।সমুদ্র যাত্রা শেষ করে আমরা বাস ধরে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

পার্ট – ৪ (এডমিশনের দিন)

এডমিশনের দিন চলে এলো। এইদিনের জন্যই আঙ্কেল আমাদের বাসাতে এসেছিলেন। তাই সকাল সকাল উঠে সবাই নাস্তা করে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। আমি ঘুমাচ্ছিলাম। আমাকে ডেকে তোলা হলো। আসলে আমাকে না ডাকলে আমি দুপুর পর্যন্ত ঘুমাতাম। উঠে পরলাম। মুখ – হাত ধুয়ে নিলাম। আঙ্কেল বললেন যেতে হবে। আমি বললাম আমার যাওয়ার কি প্রয়োজন আছে ? আপনারাই তো যেতে পারবেন। তিনি বললেন তুমি যেহেতু জায়গাগুলো চেনো তাই তোমাকে যেতে হবে। বেশি অনুরোধ করাতে আমি যেতে রাজি হই। ছোট মেয়েটি প্রথমে যেতে চাইলো না। কারণ সে তো ঠিক করেছে ইউটিউবে গান শুনবে কারণ সে তার বাসাতে গান শুনার সুযোগ পায় না। আমি বললাম সে থাক না আঙ্কেল ছোট মানুষ গিয়ে কি করবে? ভার্সিটিতে এডমিশনের সময় যে ভিড় হয় সে না যাওয়াই ভালো। আঙ্কেল বললেন না না সে যদি যায় তার জ্ঞান বাড়বে ওর পড়াশুনাতে এগুলা প্রভাব ফেলবে। আমি বললাম আপনি যা মনে করেন। সবাই সকাল সকাল সিএনজিতে করে ভার্সিটিতে পৌঁছে গেলাম। বলে রাখি চট্রগ্রাম ইউনিভার্সিটি অনেক বড় জঙ্গলের মধ্যে। এটি পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা । তাইতো ছোট মেয়েটি সেটির নাম দিয়েছিল "জঙ্গল ভার্সিটি" । এমনিতে এডমিশনের সময় অনেক ভিড় থাকে তার উপর হলের সিট খোঁজা বিরক্তির ব্যাপার। তাও ভার্সিটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর হওয়ায় কষ্ট কষ্ট মনে হলো না। এদিকে ছোট মেয়েটি তো বায়না ধরে বসেই আছে যে সে ঝর্ণা দেখবে কারণ সেটি সে তার বড় বোন থেকে শুনেছে। তাই সে আমাকে বলছে " ভাইয়া আমি ঝর্ণা দেখবো। কোথায় ঝর্ণা ? আমাকে দেখতে নিয়ে যান। আমি ঝুলন্ত ব্রীজ দেখবো আমাকে নিয়ে যান" । তাকে নিয়ে যে কী বিপদে পড়েছিলাম সেদিন। কারণ তার আবদার পূরণ করার মতো শক্তি ছিল না বেশি হাঁটার জন্য। তাও তাকে নিয়ে গেলাম ঝর্ণা দেখতে। দেখলাম ঝর্ণা শুকিয়ে গেছে। তার মুখ ও একই সাথে শুকিয়ে গেল। আমার খারাপ লাগলো । পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। ১ ঘণ্টা পরীক্ষা। তাই আমরা পাশেই হাট-হাজারী মাদ্রাসা ভ্রমণে গেলাম। আমি তো অবাক সেখানেও আঙ্কেলের আত্মীয় খুঁজে পাওয়া গেলো। তার সাথে আঙ্কেল কুশল বিনিময়ে ব্যস্ত। আমি ছোট মেয়েটির দায়িত্ব নিয়ে আছি এবং তার প্রশ্নে বিদ্ধ হচ্ছি। পরীক্ষার সময় শেষের দিকে এদিকে আঙ্কেল ছবি তোলাতে ব্যস্ত। যেই তিনি দেখলেন সাংবাদিকরা সংবাদ তৈরি

করছে তিনি সেখানে কী যেন মনে করে চলে গেলেন । হয়তো তো বা নিজেকে টিভিতে দেখানোর লোভে ।।। হা হা আমার হাসি পেল সেটি ভেবে । পরীক্ষা শেষ হলো বড় মেয়ে বেরিয়ে আসলো হল থেকে । বেরিয়ে বললো পরীক্ষা ভালো হয়েছে তবে ফিজিক্স টা কঠিন ছিল । অন্যদিকে ছোট মেয়েটি লিফলেট সংগ্রহ করতে ব্যস্ত । আমি তাকে বললাম এগুলা নিয়ে তুমি কী করবে? ফেলে দেও । সে আমাকে রাগ দেখিয়ে বললো আমি এগুলা বাসায় নিয়ে যাবো ও পরে এগুলা নিয়ে খেলবো । ছোট ছেলে - মেয়ে দের কোন কিছু নিষেধ করলে সেটিই করবে তা আমার জানা ছিল তাই আর তার সাথে লাগতে গেলাম না । অন্যদিকে আঙ্কেল ট্রেনে চড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন । আমি বললাম দেখেন এমনিতে এডমিশন তার উপর আপনি ট্রেনে জায়গা পাবেন না । তিনি তাও বললেন চলো ট্রেনে চড়ে ই যাওয়া যাক । বিকাল ৪টায় ট্রেন ভার্সিটিতে উপস্থিত হলো । প্রচুর ভিড় পা ফেলার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না কোন জায়গায় । আঙ্কেল ও তার মেয়ের পিছনে পিছনে আমি ও ট্রেনে চড়ার জন্য যেতে থাকলাম । হঠাৎ তার বড় মেয়ে চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল । আসলে এতো ভিড় ছিল যে নজর দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না । পরে দেখতে পেলাম সে ট্রেনের সবচেয়ে শেষের সিট না পেয়ে দাড়িয়ে রয়েছে । আঙ্কেল , আমি ও তার ছোট মেয়ে অন্য একটি বগিতে উঠে গেলাম এবং একটি সিট ফাঁকা অবস্থায় দেখে আঙ্কেল আমাকে বললেন তুমি আমার মেয়েকে নিয়ে এই সিটে বসে পর আমি আমার বড় মেয়েকে খুঁজে যাই ও আমি যদি না আসতে পারি তুমি তাকে নিয়ে চলে যেও বাসায় । আমি কিছু না বলে বললাম ঠিক আছে । তার পর তিনি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন । আমি ও তার ছোট মেয়ে বসে রয়েছি । আমার সামনে কয়েকজন মেয়ে পরীক্ষার্থী ছিল নিয়ম অনুযায়ী মেয়েদের সিট ছেড়ে দেওয়া প্রত্যেক ছেলেদের কর্তব্য । কিন্তু আমার কাছে ছোট একটি মেয়ে থাকার কারণে কেউ আমাকে উঠতে বলার সাহস পেল না । আমার ঠিক পাশেই এক মহিলা বসে ছিল । তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কোথায় থেকে এসেছেন? তিনি বললেন তার বাসা ময়মনসিংহ তার এক আত্মীয় পরীক্ষা দিতে এসেছেন তাই তিনি সাথে এসেছেন । জায়গা না হওয়াতে আঙ্কেলের ছোট মেয়েকে তিনি আমার পাশে থেকে কোলে তুলে নিলেন এবং তার সাথে গল্প করতে লাগলেন । এদিকে আঙ্কেল কোথায় গেছে খোঁজ নেবার প্রয়োজন মনে হলো । তাই পকেট থেকে মোবাইল বের করলাম ও কল করলাম । কিছুক্ষণ পর বুঝতে পারলাম ফোনে ব্যালেন্স নেই । তাই আমার সামনের সিটে বসা এক ভদ্রলোকটিকে বিষয়টি বুঝিয়ে বললে তিনি তার ফোন থেকে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিলেন । কিন্তু সমস্যা হলো আমার তো নম্বর মনে নেই । কি করে কল করা যায় । ছোট মেয়েটি বলল " ভাইয়া আমার নম্বর মুখস্ত রয়েছে আমি বলছি লিখে নিন " । আমি তারপর ফোনে আঙ্কেলকে বিষয়টি বুঝিয়ে বললাম যে আমরা ভালোভাবে আছি স্টেশন নামার পর আমি আপনাকে খুঁজে নিব । ট্রেন চলছে ট্রেন চলছে । ছোট মেয়েটি মহিলার কোলে বসা ছিল । সে বুঝতে পারছিল মহিলাটির সমস্যা হচ্ছে তাই আমাকে জিজ্ঞাসা করলো - " ভাইয়া আমি আপনার কোলে বসি?" আমি বললাম ঠিক আছে । এর পর সে আমার কাছে চলে এলো । তারপর সে তার প্রশ্নের ঝুড়ি খুলতে শুরু করলো । তার প্রশ্ন গুলা হলো --- "ভাইয়া এতো গরম কেন? ভাইয়া সামনে এই লোকের গায়ে থেকে গন্ধ বের হচ্ছে একে ঘুতা দিই? ভাইয়া উপরে কারা ট্রেনের ছাদে গিটার বাজায়? ভাইয়া আর কতক্ষণ? ভাইয়া ট্রেন তো আস্তে আস্তে যাচ্ছে আমি কী বাসার কাছে যাবার সময় ট্রেনের জানলা দিয়ে লাফ দিবো? তাহলে তো আর স্টেশন যাওয়া লাগবে না বাসাতে সরাসরি পৌঁছাতে পারবো " ----ইত্যাদি ইত্যাদি । আমি তো ভাবছিলাম এই মেয়ে এতো প্রশ্ন করে কেন? আর এতো বাচাল কীভাবে হতে পারে? এগুলাভাবতে ভাবতে স্টেশন এসে গেল । আমরা নামার চেষ্টা করতে লাগলাম । আমি আগে নেমে গেলাম তারপর তাকে নামাতে যাওয়ার সময় সে হঠাৎ হোচট খেয়ে পড়ে গেল এবং বলে উঠল "আউচ! ওরে বাবা আব্বু কই আমি আব্বুর কাছে যাবো " । তারপর আঙ্কেল আমাকে কল দিলেন আমি তাকে দেখতে পেলাম তার সাথে তার বড় মেয়েও ছিল । সবাই একত্রিত হয়ে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম । আমি আঙ্কেলকে বললাম চলেন হেঁটেই রওনা দিই বাসাতো বেশি দূরে না । তাই সবাই হাঁটতে লাগলাম । সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল । সেখানে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে আমরা যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম । তবে সন্ধ্যা হবার কারণে রাস্তাটি বন্ধ ছিল তাই বাধ্য হয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে যাবার প্ল্যান করতে হলো । সন্ধ্যার পর বাসাতে ফিরে এলাম । এসে সবাই ফ্রেশ হয়ে নিলাম । নাস্তা সেরে সবাই যে যার মতো করে সময় কাটাতে শুরু করলো । ছোট মেয়েটি তার প্রিয় তারকাদের গান ও ভিডিও দেখাতে ব্যস্ত । আমি দেখতে গেলাম ও কি করছে দেখলাম ও বলছে " ও সাকি সাকি রে "। বুঝতে পারলাম হিন্দি গান শুনছে । অন্যদিকে আঙ্কেল আমাকে বললেন নিউজ দেখতে কারণ তিনি মনে করছেন তাকে নিউজে আজকে দেখাবে ।।। শুনে আমার মনে মনে হাঁসি পেল । কিন্তু প্রকাশ করলাম না । দেখতে দেখতে তাদের সাথে এক অদৃশ্য ভাব জমে গেল । আমি মামিকে বলতে লাগলাম যে ওরা কতো মিশুক বিশেষ করে ছোট মেয়েটি তো আমাকে আজ প্রশ্ন করতে করতে বিদ্যাসাগর বানিয়ে দিয়েছে । বলেই হাসতে শুরু করলাম ।

পার্ট – ৫ (স্মৃতির পাতায়)

তারা যে উদ্দেশ্যে এসেছিল তা পূরণ হয়ে গেছে । তাই যাবার পালা চলে এলো । তারা যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলো । এদিকে আমাদের বিদায় দিবার পালা চলে এলো । আমি তাদের কে নিয়ে স্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসলাম । স্ট্যান্ডে গিয়ে আঙ্কেল ও তার মেয়েদের বিদায় দিয়ে চলে আসলাম । বাসায় আসার পর দেখলাম সেই লিফলেট গুলা পরে আছে মানে ছোট মেয়েটি সেগুলো নিয়ে যায়নি , লিফলেটগুলো দেখে মনের অজান্তেই হেঁসে উঠলাম আর ভাবলাম কত স্মৃতি এভাবে আসে যায় তবু সময় তার আপন মনে বহমান থাকে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতিগুলো মিলো সৃষ্টি করে পুরো জীবনের ইতিহাস । মাঝে মাঝে ভাবি সবাই কী তাদের স্মৃতির পাতায় সব স্মরণীয় স্মৃতি মনে রাখে ? তাদের কী মনে আছে?

লেখকের ডায়েরীর বৃহৎ স্মৃতির পাতা হতে ক্ষুদ্র স্মৃতি